

যুক্তরাষ্ট্র-চীনের এআই দখলের দৌড়ে বিভক্ত হতে পারে বিশ্ব

আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। ফলে অর্থনীতি-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই এআই দখলের প্রতিযোগিতা তীব্র হচ্ছে। বিশেষ করে চীন যাতে সর্বাধুনিক মানের এআই প্রযুক্তি তৈরি করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রতিযোগিতায় নিজের পাশা ভারী করতে কাছে টানছে মিত্র দেশগুলোকে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুতি নিচ্ছে কয়েক ডজন দেশকে জানিয়ে দেবে চীনের সঙ্গে এআই প্রতিযোগিতায় তাদের পক্ষ বেছে নিতে হবে। একই সঙ্গে বেইজিংয়ের কোনো উদ্যোগে যোগ দিলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এআই জোট থেকে বাদ পড়বে। এমন সতর্কবার্তাও দেওয়া হবে। একজন মার্কিন কর্মকর্তা এবং রয়টার্সের দেখা একটি অভ্যন্তরীণ খসড়া নথি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বেইজিংয়ের সঙ্গে তীব্র প্রযুক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে এআই মডেল, সেমিকন্ডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সরবরাহব্যবস্থা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ‘প্যাক্স সিলিকা’ উদ্যোগ চালু করে। প্রায় দুই ডজন দেশ এই উদ্যোগে যোগ দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সম্ভাব্য বড় উৎস কাজাখস্তান, যে দেশটি একই সঙ্গে চীনের জোটেও যোগ দিয়েছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াও এতে রয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তৈরি খসড়া চিঠিটি জুনে স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্রের ‘এআই অপারচুনিটি স্টেটমেন্ট’-এর ৩৫টি স্বাক্ষরকারী দেশের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। এতে প্যাক্স সিলিকার মতো অবাধ্যতামূলক কাঠামোর সদস্য দেশ এবং এআই বিষয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সহযোগিতা সমন্বয় করার আগ্রহ প্রকাশ করা অন্যান্য দেশও রয়েছে। দেশগুলোকে পক্ষ বেছে নিতে চাপ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র মূলত অত্যাধুনিক এআই তৈরির প্রতিযোগিতায় চীনকে প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে দূরে রাখতে চায়। এসব প্রযুক্তি সামরিক বা অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার করা হতে পারে।

গত জুলাইয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন ওয়ার্ল্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন চালু করে। দ্রুত বিকাশমান এআই খাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের চ্যালেঞ্জ হিসেবে তিনি চীনের ওপেন-সোর্স প্রযুক্তিকে সামনে তুলে ধরেন। এখন পর্যন্ত কাজাখস্তানই একমাত্র দেশ হিসেবে পরিচিত, যারা উভয় উদ্যোগে যোগ দিয়েছে। বিষয়টি ওয়াশিংটনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘সবকিছুর অংশ হওয়া মানে কোনো কিছুই অংশ না হওয়া। প্যাক্স সিলিকা ঘোষণায় স্বাক্ষর করা কেবল সদস্যপদ নেওয়া নয়, এটি একটি অঙ্গীকার।’ চিঠিতে দেশগুলোকে এআই বিষয়ে ‘সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে’ আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে চিঠিতে সরাসরি চীনের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

রয়টার্স নিশ্চিত করতে পারেনি, যুক্তরাষ্ট্র ঠিক কখন চিঠিটি পাঠানোর পরিকল্পনা করছে বা পাঠানোর আগে এতে কোনো পরিবর্তন আনা হবে কি না। খসড়াটিতে কোনো তারিখ ছিল না। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর রয়টার্সকে জানিয়েছে, ‘ফাঁস হওয়া বলে দাবি করা অভ্যন্তরীণ নথি’ নিয়ে তারা মন্তব্য করবে না।

ওয়াশিংটনে চীনা দূতাবাস জানিয়েছে, বাণিজ্য ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়কে রাজনৈতিকীকরণের বিরোধিতা করে চীন। দূতাবাসের একজন মুখপাত্র বলেন, ‘এ ধরনের পদক্ষেপ কেবল বৈশ্বিক এআই অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং কারো স্বার্থই রক্ষা করবে না।’ কাজাখ দূতাবাস এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

দুই দিকই একসঙ্গে পাওয়া যাবে না: প্যাক্স সিলিকার চুক্তির লক্ষ্য হলো মার্কিন মিত্র ও অংশীদার দেশগুলোকে যৌথ প্রকল্প এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের দিকে এগিয়ে নেওয়া। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, এআই মডেল এবং সেগুলো পরিচালনাকারী সেমিকন্ডাক্টর চিপের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা কমানোও এর উদ্দেশ্য।